ভার্চুয়াল আলোচনা

# নগর আদালত আইন
# প্রস্তাবিত রূপরেখা এবং বাস্তবায়নের সম্ভাবনা

**শনিবার ১০ অক্টোবর ২০২০**

আয়োজনে

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

BLAST

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

# আলোচনার উদ্দেশ্য

- স্থানীয় বিরোধ নিস্পত্তির পথ প্রসস্থকরণে প্রস্তাবিত নগর আদালত আইন এর রুপরেখা ও সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময়

নগরে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘটিত
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ নিস্পত্তিতে

# প্রস্তাবিত নগর আদালত আইন এর প্রয়োজনীয়তা

# প্রেক্ষাপট ঃ

- আদালতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘ সময়, অর্থ ব্যয়, হয়রানী ও সম্পর্কের অবনতি হয়;
- সিটি কর্পোরেশন এলাকার নাগরিকদের আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পতিতে প্রতিকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়ঃ
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ সংঘঠিত হলে  সাধারন মানুষ আদালতে না গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নিস্পত্তিতে বেশী আগ্রহী।

- স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনগণের  ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ

স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য আইনের আওতায় আধা-বিচারিক কাঠামো রয়েছে যেমন,

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদে ‘গ্রাম আদালত’  এবং

বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এর অধীনে পৌরসভায় ‘বিরোধ মীমাংসা বোর্ড’

# নগর আদালত আইন প্রয়োজন কেন ?

☑ ১২ টি সিটি কর্পোরেশনে প্রায় ২ কোটি লোক বাস করে।

☑ এ বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর স্থানীয় পর্যায়ে আপোষযোগ্য ছোট-খাটো বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

☑ তাই নগরবাসীদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

☑ বাংলাদেশের আদালতগুলোতে বর্তমানে প্রায় ৩৬ লক্ষ মামলা বিচারাধীন

☑ সারা দেশের মত মেট্রোপলিটন এলাকায় মামলার জট তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

☑ বাংলাদেশেএকজন বিচারকের বিপরীতে মামলার সংখ্যা

প্রায় ১৮৮৩টি।

☑ প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য বিচারকের সংখ্যা .৭৩

# আইনটি প্রনয়নের উদ্দেশ্য

দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় সুনির্দিস্ট বিরোধ এর সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি।

# খসড়া আইনটির উল্লেখযোগ্য দিক

বিরোধ মীমাংসা ( সিটি কর্পোরেশন) আদালত আইন কেবলমাত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রযোজ্য

# নগর আদালত কাঠামো

১)প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে বিরোধ মীমাংসা (সিটি কর্পোরেশন) আদালত গঠিত হবে ।

২) নগর আদালত সিটি কর্পোরেশন এর ওয়ার্ড কার্যালয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবে।

# আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলাসমূহ

তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, বিরোধ মীমাংসা (সিটি কর্পোরেশন) আদালত  কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে।

# তফসিল (প্রথম অংশ) ফৌজদারী মামলাসমূহ

১। দন্ডবিধির ধারা ১৪৩ ও ১৪৭, তৎসহ উহার ধারা ১৪১ এর তৃতীয় ও চতুর্থ পঠিতব্য, যখন বে-আইনী সম্পর্কেও অভিন্ন উদ্দেশ্য হয় উহার ধারা ৩২৩, ৪২৬ বা ৪৪৭ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করা এবং যখন উক্ত বে-আইনী সমাবেশে দশ জনের অধিক লোক জড়িত না থাকে।

২। দন্ডবিধির ধারা ১৬০,৩২৩,৩৩৪,৩৪১,৩৫২,৩৫৮,৪২৬,৪৪৭,৫০৪,৫০৬ ( প্রথমাংশ), ৫০৮,৫০৯ এবং ৫১০।

৩। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯,৩৮০ ও ৩৮১

৪। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯,৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য মোট তিন লক্ষ টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৫। দন্ডবিধির ধারা ৪০৩ ,৪০৬ ,৪১৭ ও ৪২০ যখন অপরাধ সংশ্লিস্ট অর্থেও পরিমান মোট দুই লক্ষ  পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৬। দন্ডবিধির ধারা ৪২৭ যখন সংশ্লিস্ট সম্পত্তির মূল্য মোট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৭। দন্ডবিধির ধারা ৪২৮ ও ৪২৯ যখন পশুর মূল্য মোট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৮। উপরি-উক্ত যেকোন অপরাধ সংঘটনের চেস্টা বা উহা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

# তফসিল (দ্বিতীয় অংশ) দেওয়ানী মামলাসমূহ

১। কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্যকোন দলিলমূলে প্রাপ্য টাকা আদায়য়ের জন্য মামলা, যখন দাবীকৃত অর্থ মোট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

২। কোন অস্থাবর সম্পত্তির পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা যখন সম্পত্তিটির মূল্য বা দাবীকৃত মূল্য বা দাবীকৃত মূল্য মোট দুই লক্ষ  পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৩। কোন স্থাবর সম্পত্তি দখর পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা, যখন সম্পত্তিটির মূল্য মোট দুই লক্ষ  পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা, যখন সম্পত্তিটির মূল্য বা দাবীকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমানের মোট দুই লক্ষ  পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্ধ্বে না হয়।

# আদালতের এখতিয়ার

(১) যে ওয়ার্ডে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, বিবাদের পক্ষগণ সে ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলে, সে ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন আদালত গঠিত হবে ।

(২) বিবাদের একপক্ষ সে ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ওয়ার্ড / কর্পোরেশনের বাসিন্দা হলে, যে ওয়ার্ডের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, সে ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন আদালত গঠিত হবে;

(৩) যে ওয়ার্ডে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে, পক্ষদ্বয় সে ওয়ার্ডের অধিবাসী না হলেও উক্ত ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন আদালত গঠিত হইবে।

# আদালতের গঠন

৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, যিনি পদাধিকার বলে আদালতের সভাপতি হবেন;

(খ) মামলার বাদী পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন এবং বিবাদী পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করে সদস্য।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/ পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের কোন কাউন্সিলর হবেন।

# আদালতে মামলা দায়ের পদ্ধতি

এই আইনের অধীনে মামলার বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় আদালতের নিকট দরখাস্ত দাখিল করবে।

# মামলার ফিস

আবেদনপত্র দাখিল করিবার সময় আইনের তফসিলের
বর্ণিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী  মামলা দায়ের এর জন্য উভয়ক্ষেত্রেই
৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে ফিস প্রদান করিতে হইবে।

# মামলার আবেদন গ্রহণ, নাকচ ও নাকচের বিরুদ্ধে আপিল

ক) দরখাস্ত দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উহা পরীক্ষা করে মামলাটি আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হলে তিনি নির্ধারিত নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং মামলাটি আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য না হলে তিনি দরখাস্তের কারণ উল্লেখ করে তা দরখাস্তকারীকে ফেরত দিবেন।

খ) কোন দরখাস্ত ফেরত প্রদান করা হলে, দরখাস্তকারী বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার জন্য ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের নিকট পেশ করিতে পারবেন এবং মেয়র এর সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত দরখাস্তের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

# প্রাক বিচার

ক) আদালত গঠিত হবার অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত অধিবেশনে আদালত উভয় পক্ষের শুনানী করে মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করবে এবং পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

খ) উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে;

গ) ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি হলে, মীমাংসার শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক কাগজে উভয়পক্ষ যৌথভাবে এবং সাক্ষী হিসাবে উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ আপোষনামায় স্বাক্ষর করবেন।

ঘ) আপোষনামা স্বাক্ষরিত হলে, সিটি কর্পোরেশন আদালত নির্ধারিত ফরমে আদেশ লিপিবদ্ধ করবে এবং এ আদেশ সিটি কর্পোরেশন আদালত এর আদেশ বা ডিক্রী বলে গণ্য হবে ।

# মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা

১) প্রাক বিচারের আওতায় কোন মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব না হলে আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করবে।

২) শুনানী কার্যক্রম শুরু হবার পর অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলাটি নিস্পত্তি করতে হবে। ;

৩) তবে শর্ত থাকে যে উক্ত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিস্পত্তি করা সম্ভব না হলে, বিরোধ মীমাংসা ( সিটি কর্পোরেশন) আদালত কারন লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলাটি নিস্পত্তি করবে।

# মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা

(১) এই আইনের অধীন মামলা করবার জন্য ন্যয্য বা আইনানুগ কারন নাই জেনেও মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহ হলে উক্ত ব্যক্তি কে অনধিক ৫ (পাচ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে।

(২)উপধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা মিথ্যা মামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে গন্য হবে এবং উহা সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া কর আদায় পদ্ধতি অনুসারে আদায়যোগ্য হবে।

# আদালত কর্তৃক প্রদেয় প্রতিকার

(১) ফৌজদারী বিষয়ে আদালত কোন কারাদন্ড বা অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবে না। শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে।

(২) দেওয়ানী বিষয়ে আদালত ক্ষতিপূরণ বা অর্থ প্রদান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেদখল হওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আদেশ দিতে পারবে।

# আদালতের সিদ্ধান্ত

(১) সদস্যগণের সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি নিজে বা তদকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন সদস্য সংক্ষিপ্তাকারে সিদ্ধান্ত লিখবেন ।

(২) আদালতের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত আদালতের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হবে, তবে ভিন্নমত পোষণকারী সদস্য বা সদস্যগণের মতামত নথিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে ।

# আদালতের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা ও আপীল

(১) আদালতের সিদ্ধান্ত উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিতে ( ৫ ঃ ০) বা পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজনের সম্মতিতে প্রদত্ত হইলে ( ৪ ঃ ১), বা উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা চারজন হইলে, তিনজনের সম্মতিতে প্রদত্ত হইলে (৩ ঃ ১) উহা চূড়ান্ত হইবে।

(২) (ক) যেক্ষেত্রে আদালতের  তিনজন সদস্যের সম্মতিতে এবং দুইজনের অসম্মতিতে ( ৩ঃ২) বা দুইজনের সম্মতিতে এবং একজনের অসম্মতিতে (২ঃ১)সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর নিকট আপীল করতে পারবেন ।

খ) আপীলের ক্ষেত্রে যদি মেয়রের নিকট সন্তোষজনক ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, ন্যায় বিচার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় ঘটেছে এবং আদালত সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে তা হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে মেয়র নিজে অথবা প্যানেল মেয়র কর্তৃক শুনানী গ্রহন পূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন।

(গ) মেয়র অথবা প্যানেল মেয়র কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্দ পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপীল করিতে পারবেন। জেলা ও দায়রা জজ আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারবেন।

# আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ

(১) আদালত কোন মামলায় কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত, অর্থ প্রদানের বা কোন সম্পত্তির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করলে নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে তা কার্যকরকরণের একটি ডিক্রি প্রদান করবে এবং নির্ধারিত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে।

(২) যদি ডিক্রি মোতাবেক আদালতের সম্মুখে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয় বা কোন সম্পত্তি ফেরত্ বা দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়, তা হইলে আদালত বিষয়টি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে।

(৩)ডিক্রিটি ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধের সাথে সম্পর্কিত এবং উক্ত অর্থ  নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত না হলে, সভাপতি উহা বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করবেন এবং সিটি কর্পোরেশন উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত কর গণ্যে সিটি কর্পোরেশন আইনে বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে আদায় করবে এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রি প্রাপককে প্রদান করবে।

(৪) ডিক্রিটি ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ ব্যতীত অন্য বিষয়ের ডিক্রি হলে, তা বাস্তবায়নের জন্য এখ্তিয়ার সম্পন্ন যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে প্রেরণ করা যাবে।

(৫) কোন ডিক্রি এখতিয়ার সম্পন্ন যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে উপস্থাপন করা হলে, উক্ত আদালত উক্ত ডিক্রি এমনভাবে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে যেন ডিক্রিটি উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে।

(৬) আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করলে ডিক্রিকৃত অর্থ কিস্তিতে প্রদান করবার নির্দেশ দিতে পারবে এবং এই কিস্তির মেয়াদ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বৃদ্ধিও করিতে পারবে

# আদালতের অবমাননা

- কোন ব্যক্তি আদালত অবমাননার দায়ে দোষী হন তবে সেক্ষেত্রে, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ পেশ করা না হলেও, বিরোধ মীমাংসা (সিটি কর্পোরেশন) আদালত অনুরূপ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত বাক্তির বিচার করতে পারবে এবং তাকে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে

# আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ

অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা পরিচালনার জন্য কোন পক্ষে কোন আইনজীবী আদালতে হাজির হইতে পারবেন না।

# বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

ধন্যবাদ